পাক্ষিক

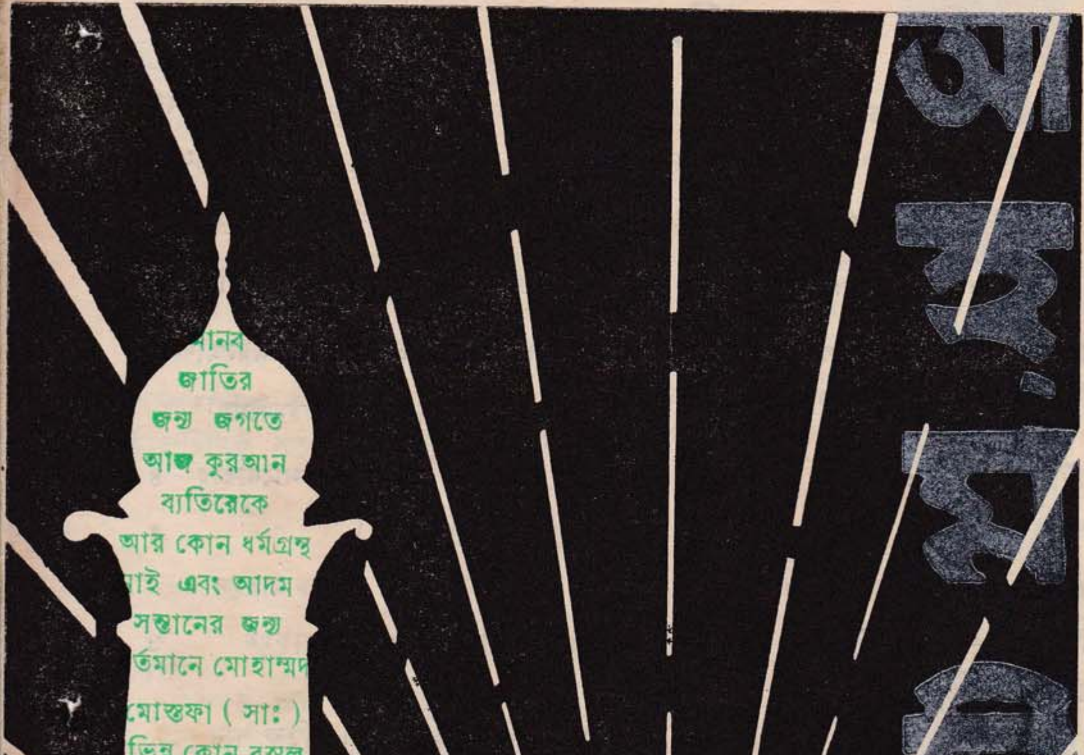

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ২২শ সংখ্যা

১৬ই চৈত্র ১৩৮৯ বাংলা ॥ ৩১শে মার্চ ১৯৮৩ ইং ॥ ১৫ই জমাদিউস সানি ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
৩৬শ বর্ষ
৩১শে মার্চ ১৯৮৩
২২শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আল-আনআম (৭ম পারা, ১ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনোয়ার	৪
* অমৃত বাণী : দোয়ার ফলাফল প্রকাশে বিলম্বের কারণ	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫
* হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী—১৯	মূল : হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ (রাঃ) অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান	৬
* জুমার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	৯
* সংবাদ :		১৩
* ২৩শে মার্চ মসীহ মওউদ দিবসের তাৎপর্য :	গোলাম আহমদ (উফেয়া আনহু) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭

১। শুভ যাত্রা

গত ২৭শে মার্চ ১৯৮৩ইং মজলিশে শুরায় যোগদানের উদ্দেশ্যে মোহ্‌তারম আমীর সাহেব (বাঃ আঃ আঃ) রাবওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেছেন। তাঁর এই যাত্রা শুভ এবং কামিয়াবীর জন্য জামাতের সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন জানানো যাচ্ছে।

২। বি-বাড়ীয়া সালানা জলসা।

আগামী ৮ ও ৯ই এপ্রিল ১৯৮৩ইং রোজ শুক্র ও শনিবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ জলসা যেন সম্পূর্ণভাবে কামিয়াবী হয় এজন্য জামাতের সকলের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানানো যাচ্ছে।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِهِ الۡكَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِهِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায়ের ২২শ সংখ্যা

১৬ই চৈত্র ১৩৮৯ বাংলা : ৩১শে মার্চ ১৯৮৩ ইং : ৩১শে আমান ১৩৬২ হিঃ শামসী

সূরা আল আনআম

[ইহা মক্কী সূরা বিসমিল্লাহ্ সহ ইহার ১৬৬ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

সপ্তম পারা **১ম রুকু**

১। (আমি) আল্লাহ্‌র নাম লইয়া (পাঠ করিতেছি) যিনি অসীম দাতা (এবং) বার বার করুণাকারী।

২। সকল (প্রকার) প্রশংসার হকদার আল্লাহ্‌রই যিনি আসমানসমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং অন্ধকাররাশি এবং আলোকেরও উদ্ভব করিয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও কাফেরগণ নিজেদের রব্বের শরীক বানায়।

৩। তিনিই (আল্লাহ্), যিনি তোমাদিগকে কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি (জীবনের আয়ুর জন্য) এক মেয়াদ নির্ধারিত করিয়াছেন, এবং (ইহা ছাড়া) আরও এক মেয়াদ আছে, যাহার জ্ঞান একমাত্র তাহারই নিকট আছে, তবুও তোমরা সন্দেহ কর।

৪। এবং আসমান সমূহে এবং যমীনে তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদের গোপন বিষয়সমূহ ও তোমাদের প্রকাশ্য বিষয়সমূহ জানেন এবং তোমরা যাহাকিছু অর্জন কর তাহাও তিনি জানেন।

৫। এবং (তাহাদের অবস্থা এইরূপ যে) তাহাদের নিকট তাহাদের রব্বের নিদর্শনাবলীর মধ্য হইতে কখনও কোন নিদর্শন আসে নাই কিন্তু (তাহাদের আচরণ ইহাই ছিল যে) তাহারা উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া আসিয়াছে।

৬। সুতরাং পূর্ণ সত্য (অর্থাৎ কোরআন) যখন তাহাদের নিকট আসিল, তখন ইহাকেও তাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল ; এখন ইহার পরিণাম এই হইবে যে, যে সকল বিষয় সম্বন্ধে তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া আসিতেছিল, শীঘ্রই উহাদের সংঘটিত হওয়ার সংবাদসমূহ তাহাদের নিকট পৌঁছিবে।

৭। তাহারা কি জানে না যে, তাহাদের পূর্বে কত যুগের জাতিসমূহকে আমরা নিপাত করিয়া দিয়াছি যাহাদিগকে আমরা যমীনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, যেমন ভাবে আমরা তোমাদিগকে অর্থাৎ বর্তমান যুগের লোকদিগকে প্রতিষ্ঠিত করি নাই, এবং তাহাদের উপর আমরা মুষলধারে বর্ষনশীল মেঘমালা পাঠাইয়াছিলাম এবং এমন নহরসমূহ প্রবাহিত করিয়াছিলাম, যাহা তাহাদের নিয়ন্ত্রনাধীনে প্রবহমান ছিল? অতঃপর তাহাদের পাপসমূহের জন্য আমরা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিই, এবং তাহাদের পরে অন্য জাতির অভ্যুত্থান করি।

৮। এবং যদি আমরা তোমার উপর কাগজে লেখা এক কিতাব নাযেল করিতাম এবং উহাকে তাহারা নিজেদের হাত দিয়া স্পর্শ করিত, তবুও কাফেরগণ নিশ্চয়ই বলিত যে ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।

৯। এবং তাহারা বলে, তাহার উপর কোন ফেরেশ্তা কেন নাযেল করা হয় নাই? আমরা যদি কোন ফেরেশতা নাযেল করিতাম, তাহা হইলে ফয়সালাই হইয়া যাইত, অতঃপর তাহাদিগকে কোন অবকাশ দেওয়া হইত না।

১০। এবং (ইহাও স্মরণ রাখা চাই যে) যদি আমরা তাহাকে (অর্থাৎ এই রসুলকে) ফেরেশ্তাগণের মধ্য হইতে মনোনয়ন করিতাম, তবুও তাহাকে আমরা পুরুষের আকৃতিই দিতাম এবং তাহাদের উপর বিষয়টিকে গোলমালেই করিয়া দিতাম, যাহাকে (এখন) তাহারা গোলমালে ভাবিতেছে।

১১। এবং তোমার পূর্বে যেসব রসুল অতীত হইয়াছে, তাহাদের সংগেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, ফলে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহাদিগকে ঐ আযাবই ঘিরিয়া ধরিল যাহার সম্বন্ধে তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

২য় রুকু

১২। বল, (হে বিদ্রূপকারীগণ) তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, যাহারা (রসুলগণের উপর) মিথ্যা আরোপ করিয়াছিল তাহাদের পরিনাম কি হইয়াছিল?

১৩। তুমি (তাহাদিগকে) জিজ্ঞাসা কর, আসমানসমূহ ও যমীনে যাহা কিছু আছে ঐ সবল কাহার? (তাহারা ইহার উত্তর কি দিবে) তুমিই বল, (ঐ সকল) আল্লাহ্‌র রহমত (করা)-কে আল্লাহ্ নিজের উপর ফরয করিয়া লইয়াছেন, নিশ্চয়ই তিনি তোমাদিগকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত একত্রিত করিয়া যাইতে থাকিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, অতঃপর তাহারা (নিজেদের মন্দ আমলের কারণে) ঈমান আনিবে না।

১৪। রাত্রির (অন্ধকারে) এবং দিনের (আলোর) মধ্যে যাহা কিছু অবস্থান করিতেছে, সকলই তাঁহার, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।

১৫। তুমি বল, আমি কি আসমান সমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া অন্য কাহাকেও অভিভাবক গ্রহণ করিব? অথচ তিনি সকলকে খাওয়ান, কিন্তু তাঁহাকে খাওয়ানো হয় না. বল, আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে আমি যেন ঐ সকল লোকের মধ্যে প্রথম হই, যাহারা আত্মসমর্পন করে. (আরও বলা হইয়াছে যে, হে রসুল) তুমি আদৌ মুশরেকদের অন্তর্ভূক্ত হইও না।

১৬। বল, আমি আমার রব্বের নাফরমানী করিতে এক মহা দিনের আযাবকে ভয় করি।

১৭। সেই দিন যাহার উপর হইতে আযাব টলাইয়া দেওয়া হইবে (নিশ্চয় জানিও যে) তিনি তাহার উপর রহম করিয়াছেন, এবং ইহা এক বড় রকমের সাফল্য হইবে।

১৮। এবং আল্লাহ্‌ যদি তোমাকে কোন ক্লেশ দেন তবে তিনি ছাড়া কেহই উহা দুর করিতে পারিবে না, আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করেন তবে তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

১৯। তিনি নিজ বান্দাগণের উপর প্রধান, তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব বিষয়ে ওয়াকেফহাল।

২০। তুমি বল, সর্বাপেক্ষা অধিক সত্য-সাক্ষ্য দাতা কে? তুমি (নিজেই উত্তরে) বল, আল্লাহ্‌; তিনি আমার এবং তোমাদের মধ্যে সাক্ষী, এবং এই কোরআন আমার প্রতি ওহী করা হইয়াছে যেন আমি ইহার দ্বারা তোমাদিগকে এবং ঐ সকল লোককে যাহাদের নিকট ইহা পেঁীছে (ভাবী আযাব সম্বন্ধে) সতর্ক করিয়া দিই, তোমরা কি সাক্ষ্য দিতেছ যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য মা'বুদও আছে? বল, (তোমরা এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া বেড়াও, কিন্তু) আমি (ঐরূপ) সাক্ষ্য দিব না; তুমি (আবার তাহাদিগকে) বল, তিনিই নিজ সত্তায় একক খোদা, এবং তোমরা যে সকল বস্তুকে (তাঁহার সহিত) শরীক কর, আমি ঐ সকল হইতে বিতৃষ্ণ।

২১। যাহাদিগকে আমরা কামেল কিতাব দিয়াছি তাহারা তাহাকে সেইভাবে চিনে যেভাবে তাহারা নিজ সন্তানদিগকে চিনে; যাহারা নিজেদের আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে, অতঃপর তাহারা (নিজেদের মন্দ আমলের কারণে) ঈমান আনিবে না। (ক্রমশঃ)

(তফসীরে সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

"যত শীঘ্র সম্ভব তোমাদের পরস্পরের বিবাদ মীমাংসা করিয়া ফেলো এবং নিজ ভ্রাতাকে ক্ষমা কর। কারণ যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার সহিত বিবাদ মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহে, সে নিশ্চয় অসাধু। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে" সুতরাং সে অঙ্গচ্যুত হইয়া যাইবে।"

['কিস্তিয়ে নূহ্‌' (আমাদের শিক্ষা) পৃঃ ২২]

—ইমাম মাহদী (আঃ)

হাদিস শরীফ

ধনদৌলত ও নেয়ামতের শোকর এবং অভাবহীনতা ও নিরুদ্বেগাবস্থা

১। হযরত উসামা বিন যায়িদ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "যাহার প্রতি কোন ইহ্সান বা উপকার করা হয়, সেই উপকারকারীকে বলিল : 'আল্লাহ্ তোমাকে ইহার উত্তম ফল এবং উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিন'—ইহাতে সে ধন্যবাদের হক আদায় করিল।" অর্থাৎ, 'শোকরিয়া' বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দায়িত্ব এক সীমা পর্যন্ত শোধ করিল। ('তিরমিযি; কিতাবুল বির' ওয়াস-সালাহ; পৃঃ ২:২৪)

২। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "একদা হযরত আইয়ুব আলাইহেস সালাম উলঙ্গ হইয়া গোসল করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে স্বর্ণের পঙ্গ-পাল বর্ষণ হইতে লাগিল। (সম্ভবতঃ ইহা জাগ্রত অবস্থায় রুহানী দৃশ্য ও দিব্য দর্শন ছিল) হযরত আয়ুব আলাইহেস সালাম দৌড়াইয়া পঙ্গ-পাল একত্রিত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার উলঙ্গাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রহিল না। ইহাতে আল্লাহ্তায়ালার দিক হইতে তিনি আওয়াজ শোনিলেন, 'হে আয়ুব। আমি কি তোমাকে অভাবহীন করি নাই? তবু এই পঙ্গ-পালের জন্য এত লালসা কেন? ইহাতে হযরত আইয়ুব আলাহেস সালাম বলিলেন : হে রাব্ব্, আমার, তোমার মর্যাদার দোহাই। এ কথা ঠিক। কিন্তু তোমার রহমতের, তোমার বরকতের উপেক্ষা করে কে? (বুখারী; কিতাবুল আম্বিয়া ১:৪৮০ পৃঃ)

গোপন কথা সংরক্ষণের ফজিলত এবং প্রকাশের নিন্দা

৩। হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন : "একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তসরীফ আনিলেন। আমি বাহিরে ছেলেদের সঙ্গে খেলিতে ছিলাম। তিনি (সাঃ) আমাদের সকলকে সালাম বলিলেন এবং আমাকে এক কাজের জন্য পাঠাইলেন। সেজন্য আমি দেরীতে আমার মায়ের কাছে পৌঁছিলাম। আমার মা আমাকে বিলম্বে আসার জন্য কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে কোনো কাজে পাঠায়াছিলেন। আমার মা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐ কাজ কি ছিল? আমি বলিলাম : 'একটি গোপন বিষয় ছিল।' আমার মা বলিলেন, "তবে হুজুরের (সাঃ) গোপন কথা কাহাকেও বলিবে না।" হযরত আনাস (রাযিঃ) এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া ফরমাইলেন : "সাবেত, ঐ গোপন কথা কাহাকেও বলিলবার হইলে তোমাকে জরুর বলিতাম।" ('মুসলিম' 'কিতাবুল ফাযাইল, 'বাবু ফাযাইলু আনাস বিন মালিক, ২:১৪২ পৃঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

অনুবাদ : **এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

যে নিজের মধ্য হইতে শয়তানের অংশ বাহির করিয়া ফেলে, সে আশিস মণ্ডিত পুরুষ। তাহার অন্তঃকরণ, গৃহ ও শহর সর্বত্র তাহার আশিস ছড়াইয়া পড়ে।

'বর্তমান যামানা অত্যন্ত বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে। বিভিন্ন রকম শেরেক, বেদাত এবং আরও বহু গ্লাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। বয়েত (বা দীক্ষা) গ্রহণের সময় যে অঙ্গীকার করা হয় "দীনকে পার্থিব বিষয়ের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিব"—ইহা বস্তুতঃ খোদার সমীপে অঙ্গীকার, যাহার উপর মৃত্যু পর্যন্ত উত্তমরূপে কায়েম থাকা উচিত। অন্যথায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে বয়েত করে নাই। যদি সে উহাতে কায়েম থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার দীন এবং দুনিয়া উভয়ে বরকত দান করিবেন। স্বীয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী পূর্ণ তকওয়া অবলম্বন কর। যামানা অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ। ঐশী ক্রোধানল বর্ষণোন্মুখ ও প্রকাশমান হইয়া চলিয়াছে। যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও ইচ্ছা অনুযায়ী গড়িয়া তুলিবে, সে নিজ প্রাণ ও পরিবার এবং সন্তান-সন্ততির প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবে।

দেখ, মানুষ খাদ্য-দ্রব্য আহার করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। যদি সে কেবল এক টুকরা রুটি খায় তাহা হইলে কি সে ক্ষুধা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে? কখনও নহে। তেমনি ভাবে যদি সে এক বিন্দু পানি গলদেশে ঢালে, তাহা হইলে সেই বারিবিন্দু কখনও তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে না। বরং উহা সত্বেও সে মরিবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যকীয় পরিমাণে আহার বা পান করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বাঁচিতে পারে না। মানুষের দ্বীনদারী ও ধর্মপরায়ণতার অবস্থাও ঠিক তদ্রূপই। তাহার দ্বীনদারীও যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পর্যায়ে উপনীত হয় যাহাতে তৃপ্তি সাধিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে বাঁচিতে পারে না। দ্বীনদারী ও তকওয়া এবং আল্লাহ্‌র আজ্ঞানুবর্তীতা ঠিক সেই পর্যায়ে সাধন করা উচিত, যে পর্যায়ে রুটি ও পানি খাইলে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

খুব স্মরণ রাখা উচিত যে, খোদাতায়ালার কতক আদেশ পালন না করা তাঁহার সমস্ত আদেশ অমান্য করারই তুল্য। যদি শয়তানের জন্য একাংশ থাকে এবং খোদার জন্য একাংশ, তাহা হইলে আল্লাহ্‌তায়ালা কখনও অংশীবাদীতা ও ভাগ-বাটোয়ারা পছন্দ করেন না।

আল্লাহ্‌তায়ালার এই সেলসেলা (আহ্‌মদীয়) এই জন্যই কায়েম হইয়াছে যে মানুষ যেন সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র দিকে আসে। যদিও খোদার দিকে আসা খুব কঠিন এবং ইহা এক প্রকার মৃত্যু বরণ করা, তথাপি ইহারই মধ্যে জীবন নিহিত। যে ব্যক্তি নিজের মধ্য হইতে শয়তানের অংশ বাহির করিয়া ফেলে, সেই আশিস মণ্ডিত পুরুষ এবং তাহার আশিস তাহার গৃহ ও অন্তঃকরণ এবং তাহার শহর সর্বত্র বিস্তৃত হয়।"

অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৯)

—হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

সুরাকার পশ্চাদ্ধাবন ও তাঁহার সম্বন্ধে হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর ভবিষ্যৎবানী

মক্কাবাসীগণ হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর কোন সন্ধান না পাইয়া এই ঘোষণা করিল যে, তাঁহাকে (সাঃ) বা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় হাজির করিলে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হইবে। মক্কার পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের মধ্যে এই ঘোষণা প্রচার করা হইল। এই পুরস্কারের লোভে সুরাকা-বিন-মালেক নামে এক বেদুঈন সর্দার মহানবী (সাঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে সুরাকা তাঁহাকে মদীনার রাস্তায় দেখিতে পাইলেন। দুইটি উট ও উহার আরোহীদের দেখিতে পাইয়া তিনি নিশ্চিত হইলেন যে, তাঁহারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁহার সাথী। তিনি তাঁহার ঘোড়াকে দ্রুতবেগে ধাবিত করিলেন; কিন্তু ঘোড়াটি পথিমধ্যে সজোরে হোঁচট খাইল এবং তিনি পড়িয়া গেলেন। সুরাকা পরবর্তী সময়ে মুসলমান হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং তাঁহার ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

"ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া যাওয়ায় আমি আরবের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তীর নিক্ষেপ করিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু দেখা গেল যে ভাগ্য মন্দ। কিন্তু পুরস্কারের লোভে আমি পুনরায় ঘোড়ায় আরোহণ করিলাম এবং তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। হযরত রসুলে করিম (সাঃ) উটের পিঠে বসিয়া নিশ্চিন্তমনে যাইতেছিলেন। এবং তিনি আমার দিকে ফিরিয়াও তাকান নাই। কিন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) বার বার পিছন ফিরিয়া আমাকে দেখিতেছিলেন (এই ভয়ে যে, হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর কোন ক্ষতি না হইয়া যায়।) যখন আমি দ্বিতীয়বার তাঁহাদের নিকটবর্তী হইলাম। আমার ঘোড়া সজোরে হোঁচট খাইল এবং আমি পড়িয়া গেলাম। আমি তীর নিক্ষেপ করিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিলাম কিন্তু পুনরায় লক্ষণ খারাপ দেখা গেল। বালির মধ্যে আমার পা এতটা বসিয়া গেল যে,

পা বাহির করা মুশকিল হইতেছিল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে. তাঁহারা খোদাতায়ালার হেফাজতে আছেন। আমি উচ্চস্বরে বলিলাম. "আপনারা দাঁড়ান এবং আমার বক্তব্য শুনুন।" তাঁহারা আমার নিকটে আসিলে তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্য আমি ব্যক্ত করিলাম এবং আরও বলিলাম যে, আমি এখন আমার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছি এবং ফিরিয়া যাইতেছি। কারণ আমি নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের সংগে আছেন। হযরত রসুলে করিম (সাঃ) বলিলেন, "আচ্ছা যান, কিন্তু অন্য কাউকে আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবেন না।" ঐ সময় আমার মনে এই কথা উদিত হইল যে, এই ব্যক্তির দাবী সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। এবং একদিন তিনি নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন। এই কথা চিন্তা করিয়া আমি আবেদন করিলাম যে, যখন আপনি বিজয়ী হইবেন সেই সময় আমার নিরাপত্তার জন্য কোন রক্ষা কবচ আমাকে লিখিয়া দেন। মহানবী (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর গোলাম হযরত আমর-বিন-ফুহায়রাকে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন আমার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য একটি রক্ষাকবচ লিখিয়া দেন। আমর-বিন-ফুহায়রা আমার নিরাপত্তার জন্য একটি প্রতিশ্রুতি পত্র লিখিয়া দিলেন। আমি যখন প্রতিশ্রুতি পত্র লইয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলাম তখন আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-কে ভবিষ্যতের সংবাদ দেন। এবং তিনি আমাকে বলিলেন. "হে সুরাকা, যখন কিস্‌রার কঙ্কন আপনার হাতে পড়ানো হইবে তখন আপনার কেমন লাগিবে?" এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইরানের সম্রাট হরমুজের কথা বলিতেছেন।" মহানবী (সাঃ) বলিলেন, "হাঁ"।

এই ভবিষ্যৎবানী সতর বা আঠারো বৎসর পর অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। পরে সুরাকা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর পর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও পরে হযরত উমর (রাঃ) ইসলামের খলিফা হন। ইসলামের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে আশঙ্কিত হইয়া ইরানীগণ মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। কিন্তু তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে যাইয়া নিজেরাই পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হয়। মুসলিম বাহিনী ইরানের রাজধানী দখল করেও সম্রাটের রাজভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয় ইহার মধ্যে ঐ কঙ্কন ছিল যাহা ইরানের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সম্রাট সিংহাসনে আরোহণের সময় হাতে পরিধান করিতেন। হযরত রসুলে করিম (সাঃ) হিজরতের সময় সুরাকাকে যে ভবিষ্যৎবানী করিয়াছিলেন সুরাকা মুসলমান হওয়ার পর স্বভাবতঃই গর্বের সহিত তাহা মুসলমান-দিগের নিকট বলিতে থাকিতেন। মুসলমানগণও এই বিষয় স্মরণ রাখিয়াছিলেন যে, মহানবী (সাঃ) সুরাকাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে সুরাকা আপনার কেমন লাগবে যখন ইরানের সম্রাটের কঙ্কন আপনার হাতে পরানো হইবে?" যখন ইরানের যুদ্ধলব্ধ মালামাল হযরত উমর (রাঃ)-এর সামনে রাখা হইলে তিনি ঐ দ্রব্য সমূহের মধ্যে সম্রাটের কঙ্কন দেখিতে পাইলেন এবং হযরত রসুলে করিম (সাঃ) সুরাকাকে কঙ্কন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবানী করিয়াছিলেন

তাহা তাঁহার স্মৃতিপটে উদিত হইল। দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় যখন আল্লাহ্‌তায়ালার নবীকে (সাঃ) নিজের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মদীনায় হিজরত করিতে হইয়াছিল। এবং সুরাকা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঘোড়ায় চড়িয়া এই উদ্দেশ্যে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন যে, জীবিত অথবা মৃত যে কোন অবস্থায় তাঁহাকে মক্কাবাসীগণের নিকট পৌঁছাইলেই একশত উটের মালিক হওয়া যাইবে. ঐ অবস্থায় সুরাকাকে এ কথা বলা, "তখন আপনার কেমন লাগবে যখন ইরানের সম্রাটের কঙ্কন আপনার হাতে পরানো হইবে"—কত বড় ও কত সুস্পষ্ট ভবিষ্যৎবাণী ছিল। ইরানের সম্রাটের কঙ্কন স্বচক্ষে দেখিয়া খোদাতায়ালা অসীম কুদরতের কথা হযরত উমর (রাঃ)-এর স্মরণ হইল। তিনি সুরাকাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুরাকা আসিলে তিনি হুকুম করিলেন, "ইরান সম্রাটের এই কঙ্কন আপনার হস্তে পরিধান করুন।" সুরাকা উত্তর দিলেন, "হে আল্লাহ্‌র খলিফা স্বর্ণ পরিধান করা তো মুসলমান পুরুষদের জন্য নিষিদ্ধ।" ইহাতে হযরত উমর (রাঃ) উত্তর দিলেন, "নিষিদ্ধ তো বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আপনার হস্তে কঙ্কন পরিহিত অবস্থায় দেখাইয়াছিলেন। এখন আপনি এই কঙ্কন পরিধান করিবেন নতুবা আমি আপনাকে শাস্তি দিব।" সুরাকা তো কেবলমাত্র শরিয়তে নিষিদ্ধ বলিয়াই আপত্তি করিতেছিলেন। নতুবা মহানবী (সাঃ)-এর ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইতে দেখার আকাঙ্খা তাঁহার নিজের কোন অংশে কম ছিল না। অবশেষে সুরাকা ঐ কঙ্কন পরিধান করিলেন এবং মুসলমানগণ এই আজিমুশ্‌শান ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইতে স্বচক্ষে দেখিলেন।

অনুবাদ—**অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান**

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশ তৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None
—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্নিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্নিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্নিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ

এইচ. পি. বি. ল্যাবর‍্যাটরীজ

১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও বক্স নং ৯০৯ ঢাকা

ফোন ঃ ২৫৯০২৪

জুম্মার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[৩১শে ডিসেম্বর ১৯৮২ইং মসজিদে-আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহিলাদের পর্দা পালনে কোন পুরুষের প্রতিবন্ধকতা হওয়া উচিত নয়। কোন্ ধরনের পর্দা অবলম্বন করতে হবে ইহার অনুমতি দিবে নেজামে-জামাত ; ব্যক্তিগত ফয়সালা করার অনুমতি নাই।

হুজুর বলেন, এবারের জলসায় আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে যে দৃশ্য বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয়—যা আমি উল্লেখ করতে চাই—তা হলো এই যে, মহিলাদের জলসার সময় আমার বক্তৃতায় পর্দার বিষয়টিই এখতেয়ার করেছিলাম কেননা আমি অনুভব করছিলাম যে, আহ্‌মদী মহিলাদের নিকট থেকে পর্দা গায়েব হতে চলেছে। ইহার পরিণতিতে মারাত্মক ধ্বংসলীলা রাক্ষসবৎ হা করে সামনে ধেয়ে আসতে দেখা যাচ্ছিল। কয়েকটি বংশ-ধরবেই তাদের মা-বাপেরা নিজেদের গাফলতির ফলে সামাজিক জাহান্নাম বা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে আসছে। এবং অবস্থা এতই সূচনীয় ও সঙ্গীন হয়ে পড়ছিল যে ঠিক সময়মত যদি ইসলাহ্ বা সংস্কারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা না হতো, তা'হলে ব্যাপারটা সীমা ছাড়িয়ে আয়ত্বের বাইরে চলে যেতো। হুজুর বলেন, সেজন্য আমি আমার বক্তৃতায় আহমদী মেয়েদেরকে বুঝালাম। ইন্তেজাম বা ব্যবস্থাপনার দিক থেকে যদিও তাদের প্রতি কতক সখ্‌তি (—কঠোর নীতি অবলম্বনও)-করা হয়েছে বটে, ষ্টেজে বেপর্দা মহিলাদের বসতে দেয়া হয় নাই. তথাপি বক্তৃতার পরে যে ধরনের পত্রাদি আমার (আহমদী) মেয়েদের পক্ষ থেকে আমার নিকট পৌঁচেছে এবং আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর ফজল ও অনুগ্রহক্রমে যেভাবে জখমের উপর মলমের প্রলেপ রেখেছেন—তাথেকে এখন অনুভূত হয় যে, কোন দুঃখ আর অবশিষ্ট থেকে যায় নাই। বক্তৃতাদানের পূর্বেও এবং সখ্‌তি (—কঠোর নীতি অবলম্বন) মূলক ব্যবস্থাদির পূর্বেও কোন কোন ব্যক্তি আমাকে ভয় দেখালেন যে সখ্‌তি করবেন না, নচেৎ আশঙ্কা আছে যে, অনেক মেয়েই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আমি তাদেরকে বললাম যে, এখন নরমি করার মত সময় আর হাতে নাই : ব্যাপার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে এবং

আপনারা আমাকে ভীতিপ্রদর্শন করে আহমদীদের সম্বন্ধে বদ-জন্নি (মন্দ ধারনা পোষণ) করছেন এবং আমার সম্বন্ধেও বদ-জন্নি করছেন। আমার সম্বন্ধে এজন্য যে, আমি তো সেই প্রভু (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর গোলাম, যিনি পরাজয়োন্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রকেও বিজয় মণ্ডিত করে তুলেছেন, যিনি শত্রুর সুদৃঢ় পদক্ষেপ ভিত্তিক নকশাকেও বদলে দিয়েছেন। আর এই কন্যারা তো হলো এক আত্মোৎসর্গিত কওমের কন্যাগণ। হুজুর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেন, এর দ্বারা আমার কল্পনা হুনেইনের যুদ্ধের ঘটনাবলীর দিকে ফিরে যায়; যখন যুদ্ধ-চলা কালীন কঠিনতম অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সাহাবাদের কদম উপড়ে যেতে শুরু করে। তখন ঘোড়া ও উট পিছনের দিকে ভাগতে আরম্ভ করে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কতিপয় আত্মোৎসর্গীদের সহ পশ্চাদভাগে ছিলেন। তখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে যে সকল মোহাজের ও আনসারকে ডাক দেওয়া হয়—তাঁদের মধ্যে যারই কানে সেই আওয়াজ গিয়ে পড়লো, তাদের প্রত্যেকের উট বা ঘোড়া যদি ফিরে নাই, তাঁরা তলোয়ারের সাহায্যে প্রথমে সেগুলির গর্দান কেটে দিয়েছেন, তারপর পদব্রজে আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট ছুটে গিয়ে তাঁর চারিপার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়েছেন। এবং আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহুঃ) সেই মওকাতে যে ধরনের কর্মপদ্ধতির পরিচয় দান করেছেন তা দেখে তাক লেগে যায়, আত্মবিভোর হতে হয়। তিনি (সাঃ) সাহাবাদের পশ্চাদ্ধাবনরত কাফেরদের মনোযোগ যুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সূচক কবিতা উচ্চারণ করে এই মর্মে আকৃষ্ট করছিলেন যে, "সাহাবাদেরকে যদি এজন্য মেরে ফেলতে চাও যে তারা আল্লাহ্‌র নবীর উপর ঈমান এনেছে, তা হলে শোন, সে নবী তো হলাম আমি—আমার দিকে এসো; আর যদি আবদুল মুত্তালেবের সন্তানদের প্রতি শত্রুতা থাকে তা'হলে শোন, সে পরিবারের প্রধান হলাম আমি, আমার দিকে ধাবিত হও।" হুজুর (আইঃ) বলেন, যুদ্ধ চলাকালীন এরূপ নাজুকতম মূহুর্তে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যত শত্রুকে নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণকারী সেনাপতি জগতে আর অন্য একজনও দেখা যায় না।

হুজুর বলেন, আমরাও তো সেই প্রভু (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর তরবিয়তপ্রাপ্ত গোলাম। আমরা আমাদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার খাতিরে ডাকবো তখন তারা অবশ্যই ফিরবে। খোদা-তায়ালা মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর (রুহানী) কন্যাদেরকে বিনষ্ট হতে দেবেন না। যখন আমি আমার আহ্‌মদী মেয়েদের পত্রসমূহ পাঠ করতাম তখন দেল্ আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দে ভরে উঠতো এবং দেল্ থেকে দোওয়া বেরুতো। এই তো সেই জামাত, যা হযরতে আকদাস মসীহে মওউদ (আঃ)-কে প্রদান করা হয়েছে—যাদেরকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উস্‌ওয়া ও আদর্শ দান করা হয়েছে—সেই উস্‌ওয়া ও আদর্শকে অন্তরে চেপে ধরে নিজেদের রক্ত-মাংসে মিশিয়ে নিন এবং এরূপ জিন্দেগি ও নব-জীবন লাভ করুন, যেখানে মৃত্যু আর প্রবেশ করতে পারবে না।

হুজুর বলেন, আমি জামাতকে অবহিত করতে চাচ্ছি যে যে-সকল শংকা দোদুল্যমান ছিল সেগুলি টলে গিয়েছে এবং টলে যাবে। সারা জাহানে ইসলামী পর্দা প্রবর্তন ও বিস্তারদানের বিজয় মাল্যে ভূষিত হবে আহ্‌মদী মহিলারা, ইনশাআল্লাহ। আমরা যাবতীয় হৃত মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনবো।

হুজুর বলেন, ষ্টেজের টিকেট লাভে বেপর্দা মহিলাদেরকে বাধা দান করা হয়েছে। ইহা না-ইনসাফি তো নয়। ষ্টেজের উপর বসা কারো হক্-অধিকার স্বরূপ তো নয়। এ ক্ষেত্রে কতক পর্দাদার মেয়েদেরকেও বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। তাঁরা এরূপ জায়গা থেকে এসেছিলেন, যেখানে চাদরের পর্দা কঠোরভাবে প্রচলিত। তাদেরকে মাহ্‌রুম করা ভুল তো বটে কিন্তু না-ইনসাফী নয়। সেজন্য আমি বলছি যে ধৈর্য ধারন করুন, ভুল হয়ে গিয়েছে। এটাই ধরে নিন যে, কোন্ অধিকার বলে আমরা ষ্টেজে বসার হক দাবী করতে পারি? যদি প্রতিক্রিয়া তাই হতো তা'হলে আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের দর্জা ও মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিতেন।

হুজুর পর্দা প্রসঙ্গে একটি তত্ত্ব ইহাও বর্ণনা করেন যে, লেডী ডাক্তারদের অথবা রোগী-দের পরিচর্যাকারিণীদের জন্য পর্দার মান কিছুটা নরম ধরনের রাখা হয়েছে। কিন্তু যখন তাঁরা উক্ত কাজ থেকে অবসর হয়ে নিজেদের নিত্যনৈমত্তিক জীবনে ফিরে আসেন তখন অপর ব্যবস্থাটিই জারী হওয়া উচিত। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাজের জন্য পোষাক ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এবং ঘরে বা বাইরে যাওয়ার পোষাক ভিন্নতর হবে। এছাড়া অতিবয়স্কা মহি-লারাও রয়েছেন, তাঁদেরকেও কুরআন শরীফ এই মর্মে অনুমতি দান করে যে, তাঁরা যদি সেই বয়:সীমা পেরিয়ে গিয়ে থাকেন যখন নাপাক লোকদের অপবিত্র দৃষ্টি যেন তাদের উপরে না পড়ে তা'হলে তাঁরা চাদর নিতে পারেন। তথাপি, এই যাবতীয় ধরনের অবস্থাবলীতে ব্যক্তিগত ফয়সালা গ্রহণের অনুমতি দেয়া যেতে পারে না। এই সকল ফয়সালা জামাতী নেজামই গ্রহণ করবে। হুজুর বলেন, যে-সকল মহিলা কাজের জন্য বের হন তাদের জন্য পর্দার ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা দান করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা যেন অতি সেঁজে-গুঁজে, নাক-নকশা করে বের না হন। সাজ-সজ্জার সহিত কাজের কি সম্পর্ক? হুজুর বলেন, এসকল নির্ধারণকৃতসীমাসমূহের ব্যাপারে সখ্‌তি (—কঠোর নীতি পালন) করা হবে; এবং সর্বপ্রথম আমি আমার দিলের উপর সখ্‌তি করবো এবং যদি কোন মেয়েকে জামাত থেকে বহিষ্কৃত করতে হয় তা'হলে রাত্রিতে উঠে আল্লাহ্‌তায়ালার হুজুরে আহাজারী করবো, যেন আল্লাহ্‌তায়ালা এরূপ পরিস্থিতি থেকে আমাকে বাঁচিয়ে নেন। হুজুর বলেন, এ কথাগুলি তো আমি এজন্য বলি যাতে হোশিয়ার করে দেয়ার দাবী ও চাহিদা পূরণ হতে পারে।

পুরুষদের প্রতি সাবধানবানী ঃ

হুজুর বলেন, এখন আমি পুরুষদেরকেও তম্বীহ বা সাবধান করতে চাই যে, তাদের স্ত্রী-কন্যারা যদি ইসলামের খাতিরে ইসলামী পর্দা পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে তা'হলে তাদের পথে বাঁধ সাজবেন না, প্রতিবন্ধক হবেন না। যদি তাঁরা এরূপ করেন তা'হলে

এর ফলাফলের দায়িত্ব তাদের নিজেদের উপরই বর্তাবে। কখনও কোন আহমদী মহিলার ইসলামী পর্দার পথে কোন পুরুষের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা হওয়া উচিত নয়। ইহা স্বয়ং তাঁদের জন্য এবং তাঁদের গৃহের জন্য অতি কল্যাণকর। আসল জীবন-ধারা হলো দীনের ফ্যাশন। জীবনের প্রকৃত ফ্যাশন শিখুন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে।

হুজুর বলেন, পর্দা পালনের পথে একটি সমস্যা বা অসুবিধা সামনে এসে দাঁড়ায় এই যে, মানুষে মনে করে, সোসাইটি (সমাজ) তাদেরকে হেয় জ্ঞান করবে। যে সকল আহমদী মহিলা পর্দার ব্যাপারে দুর্বলতা দেখিয়েছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে তাদের মধ্যে কোন বেহায়াপনার উপকরণ শামিল বা বিদ্যমান নাই বরং তারা বোরকা পরলে মানুষে তাদেরকে পাগল মনে করবে—এই মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতাই তাদের থেকে পর্দা বিচ্ছিন্ন করেছে। হুজুর বলেন, ইহা স্মরণ রাখবেন যে, আত্মসম্মানবোধ এবং অন্যদের সম্মান লাভ মানুষের নিজের চারিত্রিক বলিষ্ঠ ভূমিকার দ্বারাই সাধিত হয়ে থাকে। সেজন্য চারিত্রিক মহত্ব সঞ্চয় করুন। ইহার ফলশ্রুতিতেই আপনি সম্মানিত হিসাবে সাব্যস্ত হবেন। মেয়েদেরকে এ কথাটি বোঝানোর প্রয়োজন যে, আপনারা এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য জীবিত আছেন। আপনারা উপলব্ধি করুন যে আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। আপনাদেরকে বিগত কালের লোক বলে অভিহিত করা হবে আর এটাই হবে আপনাদের সব চেয়ে বড় সম্মান যে, আপনাদেরকে সেই যুগের সহিত মিলিত করা হবে, যা ছিল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যুগ। এবং সময় বা কাল যতটা উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায়, ততটা তার না পূর্বে কখনো লাভ করেছে, না পরে কখনও লাভ করবে। মানুষ আপনাদেরকে মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পাগলিনী বলে অভিহিত করবে। আপনারা এই কলুষিত দুনিয়ার বুদ্ধিমানদের চেয়ে বহুগুণ উত্তম ও উৎকৃষ্ট। এই ধারায় চিন্তা করুন, তা'হলে এই পর্দা কষ্টের পরিবর্তে আনন্দ ও উপভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দোওয়া করুন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন আপনাদেরকে এই উচ্চ মর্যাদাকে অক্ষুন্ন ও সমুন্নত রাখার সামর্থ্য ও তওফিক দান করেন, আমীন।

এরপর হুজুর পরিশেষে সংক্ষেপে ওয়াক্‌ফে-জদীদের নব-বর্ষের ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, কোন বিশেষ তাহরীকের প্রয়োজন নাই। আমি জানি যে জামাত ইহাতে পূর্ব থেকেই উত্তরোত্তর অধিকতর অংশ গ্রহণ করে চলেছে। যেহেতু ওয়াক্‌ফে-জদীদ অত্যন্ত ভাল কাজ করছে সেজন্য আমি আশা করি যে, বন্ধুগণ ইহাতে আরও অধিক অংশ গ্রহণ করার তওফিক লাভ করবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে সেই তওফিক দান করুন, আমীন।

হুজুর (আইঃ)-এর এ খোৎবা ১টা বেজে ১১ মিনিটে শুরু হয় এবং ১টা বেজে ৪৩ মিনিটে শেষ হয়—এইরূপে হুজুর ৩৬ মিনিট স্থায়ী খোৎবা প্রদান করেন।

(আল-ফজল, ৪ঠা জানুয়ারী ৮৩ইং)

অনুবাদ: মোঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

সংবাদ

পবিত্র 'মসীহ মওউদ দিবস' উদ্‌যাপিত

১। নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২৩শে মার্চ বুধবার বাদ আসর মিশন পাড়া অবস্থিত জামাতের মসজিদে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সাফল্যের সহিত মসীহ্ মওউদ (আঃ) দিবস পালন করা হয়। জামাতের প্রেসিডেন্ট মুনসী আবদুল খালেক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মৌলভী বদরউদ্দিন আহমদ সাহেব উর্দু ও বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব মুসলিমউদ্দিন আহমদ সাহেব। অতঃপর উক্ত দিবসের তাৎপর্য সাদাকাতে মসীহ মওউদ (আঃ) এবং মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর মহান গুণাবলী ও পবিত্র কর্মময় জীবনের উপর মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন, মৌলভী আনোয়ার আলী সাহেব, মৌলভী মোস্তফা আলী সাহেব, জনাব মইনউদ্দিন আহমদ সাহেব, জনাব এ, টি, এম, শফিকুল ইসলাম সাহেব, জনাব শামসুদ্দীন আহমদ সাহেব, জনাব মনিরউদ্দিন আহমদ সাহেব।

সভাপতির হৃদয়গ্রাহী ভাষণের পর এই বরকতপূর্ণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

—জেনারেল সেক্রেটারী, নারায়ণগঞ্জ আঃ আঃ

২। বগুড়া আঞ্জুমান কর্তৃক মসীহ মওউদ (আঃ) দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সহিত পালিত হলো। ২৩শে মার্চ বাদ মাগরিব জামাতের মসজিদটিতে দিবসটির কর্মসূচী নিম্নোক্ত ভাবে সম্পন্ন করা হয়ঃ

(১) তেলওয়াতে কুরআন পাক। (২) দোওয়া। (৩) নযম পাঠ। (৪) "সাদাকাতে মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জামাতের ভ্রাতা আফতাব আহমদ, জহুরুল হক, এম, এ, গনি, শরীফ আহমদ খান চৌধুরী, মোয়াল্লেম নাজাতুল্লাহ আহমদ প্রধান। এ ছাড়া জামাতের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রাজিবউদ্দিন আহমদ বিষয়টির উপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

প্রেসিডেন্টের নির্দেশক্রমে জামাতের অঙ্গ সংগঠন মজলিসে আনসারুল্লাহ ও খোদ্দাম পৃথক পৃথকভাবে নিজস্ব কর্মসূচীতে দিনটি পালন করেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলাকায়েদ আশরাফুল আলম, আদৎ হোসেন ও জমিলুর রহমান।

অনুষ্ঠান শেষে ইজতেমায়ী দোওয়া করান জামাতের প্রেসিডেন্ট।

—জেনারেল সেক্রেটারী, বগুড়া আঃ আঃ

অন্যান্য জামাতেও পবিত্র দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদাসহ পালিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে ঢাকা জামাতের উদ্যোগে দিবসটি ১ লা এপ্রিল পালিত হবে।

বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার মজলিসে শুরা অনুষ্ঠিত

বিগত ১৮ ও ১৯শে মার্চ ১৯৮৩ইং বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার বাৎসরিক মজলিসে শুরা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ্‌।

মরকজ থেকে আগত বুজর্গানের উপস্থিতি ও সভাপতিত্বে উক্ত মজলিসে-শুরা ১৮ই মার্চ বিকাল ৪ ঘটিকায় আরম্ভ হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং ইজতেমায়ী দোওয়ার পর মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব একটি সারগর্ভ ঈমানবর্ধক উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। তারপর তা'লীম, তবলীগ ও বাজেট সংক্রান্ত ৩টি সাব-কমিটি গঠিত হলে মাগরিবের পূর্বে উক্ত অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

১৯শে মার্চ সকাল ৯ ঘটিকা থেকে ১টা পর্যন্ত শুরার দ্বিতীয় অধিবেশনে তা'লীম ও তবলীগ সংক্রান্ত সাব-কমিটি দ্বয়ের রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং সাধারণ আলোচনার পর প্রস্তাবাবলী যোগদানকারী সদস্যদের প্রকাশ্য ভোটের মাধ্যমে পাশ করা হয়। তারপর আড়াইটা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত শুরার তৃতীয় অধিবেশনে বাজেট ও তদসংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং উহার উপর সাধারণ আলোচনান্তে সকলের ভোটের মাধ্যমে গৃহীত হয়। তারপর ৩জন বুজুর্গান মূল্যবান সমাপ্তি ভাষণ দান করেন এবং ইজতেমায়ী দোওয়ার সহিত বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার এই বাবরকত বাৎসরিক শুরা ঈমান-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সার্বিক সাফল্যের সহিত সমাপ্ত হয়।

ন্যাশনাল আমীর নির্বাচন

উল্লেখযোগ্য যে, ১৮ই মার্চ জুমার নামাজের পর পরেই জামাত সমূহের শতকরা ৫৫জন সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট/আমীরগণের উপস্থিতিতে মরকজী বুজুর্গানের নেগ্রানী ও সভাপতিত্বে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার আমীর নির্বাচন প্রকাশ্য ভোট দানের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনী কার্যক্রমে মোহ্‌তারম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভোট লাভে আগামী ৩ বৎসরের জন্য ন্যাশনাল আমীর নির্বাচিত হন। এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর দেওয়া হেদায়েত অনুযায়ী ৩জন মরকজী বুজুর্গের পক্ষ থেকে মোহতরম মির্যা আবদুল হক সাহেব তাঁদের সর্বসম্মত ঐকমত্যক্রমে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবকে নির্বাচিত ন্যাশনাল আমীর হিসাবে ঘোষনা করেন। (আহ্‌মদী রিপোর্ট)

সন্তান তওল্লাদ

গত ১৪/৩/৮৩ইং রোজ সোমবার দিবাগত রাত ৮ঘটিকায় বি, বাড়িয়ার মৌঃ আবদুল আউয়াল (মনু মিয়া) সাহেবের পুত্র মৌ: রওশন আলী সাহেবকে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রথম এক পুত্র সন্তান দান করিয়াছেন। (আল-হামদুলিল্লাহ)। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট সকাতর দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন নবজাতকে দীর্ঘজীবি ও খাদেমে-দ্বীন করেন। আমীন।

তারুয়া ও ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বিগত ২৫ ও ২৬শে মার্চ ১৯৮৩ইং যথাক্রমে ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া তারুয়াতে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ্‌।

২৫শে মার্চ জুমার নামাজের পর ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং নযম পাঠের পর জনাব আল-হাজ্ব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, জনাব শহিদুর রহমান সাহেব এবং জনাব মোস্তফা আলী সাহেব বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা হইতে আগত জনাব এ, টি, এম, হক্‌ সাহেব, সেক্রেটারী উমুরে-আমা, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া। উক্ত জলসার সুব্যবস্থা করেন অত্র আঞ্জুমানের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহ্‌সেন মিয়া।

২৬শে মার্চ তারিখে তারুয়া আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সালানা জলসার প্রথম অধিবেশন মসজিদ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত সামিয়ানার নীচে সকাল ৮ ঘটিকায় আরম্ভ হয়। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা হইতে আগত মজহারুল হক সাহেব, সেক্রেটারী, তা'লীমুল কোরআন, বাঃ আঃ আঃ। তারপর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর তারুয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আহ্‌মদ আলী সাহেব এক সারগর্ভ ঈমানবর্ধক অভ্যর্থনা ভাষণ দান করেন। তারপর হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর তাহরীকাত, তরবিয়তে আওলাদ ও তালিমুল আনসারুল্লাহ্‌র দায়িত্ব এবং মালী কুরবানী বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান, জনাব মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী, জনাব শহিদুর রহমান সাহেব, জনাব আলহাজ্ব আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী, এবং জনাব হাফেজ সেকান্দর আলী সাহেব।

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন ঠিক আড়াইটায় জনাব এ, টি, এম, হক্‌ সাহেবের সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। কুরআন তেলওয়াত ও নজম পাঠের পর কুরআন করীমের ফজিলত, সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য, জামাতে আহ্‌মদীয়ার বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার সাদাকাতে হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) এবং সর্বধর্ম-প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ বিষয়ে সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী), জনাব মোস্তফা আলী সাহেব, মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব এবং আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। তার সভাপতির ভাষণ এবং এজতেমায়ী দোওয়ার পর এই বাবরকত জলসা অত্যন্ত ঈমান-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ।

(আহমদী রিপোর্ট)

শুভ বিবাহ

বিগত ৪, ৫ ও ৬ই মার্চ ঢাকাতে অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় সমাপ্তি অধিবেশনে জনাব কাওসার আহমদ পিতা জনাব আহমদুর রহমান সাহেব, চট্টগ্রাম নিবাসীর বিবাহ মোসাম্মৎ পারভিন খানম পিতা জনাব আবদুল আজীয খান সাহেব, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসীর সহিত ১০০০০ (দশ হাজার) টাকা দেনমোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট উক্ত বিবাহ যেন বাবরকত হয় তার জন্য দোওয়ার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার মাসিক তালীম ও তরবিয়তী ক্লাশ অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বিগত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং তারিখে চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ায় চঃ মঃ খোঃ আহমদীয়ার মাসিক তালীম ও তরবিয়তী ক্লাশ সফলতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাসিক ক্লাশে ২৩ জন আতফাল এবং ২৩ জন খাদেম যোগদান করেন। ঢাকা হইতে ২জন প্রতিনিধি (জনাব কাওছার আহমদ সাহেব নাযেম সেহেত ও জিসমানী বাঃ মঃ খোঃ আঃ এবং জনাব আল-আমীন সাহেব, নাযেম তালীম ও তরবিয়ত (আতফাল) বাঃ মঃ খোঃ আঃ এই ক্লাশে যোগদান করেন এবং দুই জনই বিশেষ বিশেষ বক্তৃতার মাধ্যমে তালীম তরবিয়তী ক্লাশের গুরুত্ব ও উপকারিতা বুঝিয়ে দেন।

কেন্দ্রীয় প্রোগ্রাম অনুযায়ী ক্লাশ আরম্ভ এবং শেষ হয়। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণের সঙ্গে শিক্ষক হিসাবে জনাব মাসুহুর রহমান সাহেব, জনাব মুসলেহউদ্দিন খাদেম সাহেব এবং জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব প্রেসিডেন্ট (চঃ আঃ আঃ) উপস্থিত ছিলেন

দুপুরের বিরতীর আগে একটি সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা লওয়া হয়। আছরের নামাজের পর কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ জরুরী বক্তব্য পেশ করেন। স্থানীয় কায়েদের শুকরিয়া জ্ঞাপনের পর জনাব কাওসার আহমদ সাহেব সকলের জন্য খেলাধুলার আয়োজন করেন। পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক খোদ্দাম ও আতফালগণ দুপুরের খাবারের জন্য অতিরিক্ত ২টি রুটি সহ নিজ নিজ রুটি সংগে নিয়া আসেন এবং মজলিসের পক্ষ হইতে ভাজী ও বিকালের চা-নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্রের নির্দেশ মোতাবেক ডিসেম্বর মাস হইতে সাপ্তাহিক তরবিয়তী ক্লাশ আরম্ভ হইয়াছে। —নাযেম তালীম ও তরবিয়ত চট্টগ্রাম মঃ খোঃ আঃ

সুন্দরবন মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজলে ১৯-২-৮৩ শনিবার সকাল ৬-০০ হইতে মাগরেব পর্যন্ত একদিন ব্যাপি সুন্দরবন মজলিসের খোদ্দাম ও আতফালদের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

বাদ ফজর নামাজ সুন্দরবন আহমদীয়া মসজিদে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়া বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়, ক্রীড়া অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মজলিসের কায়েদ সাহেব। সকাল ৮-০০ থেকে সকল প্রতিযোগী খোদ্দাম ও আতফালদের ব্যাজ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সকল খোদ্দামকে ক, খ, আতফালকে ক, খ, গ, এবং নাসেরাতদের ক, খ, গ, বিভাগে ভাগ করে বিভিন্ন আইটেমে অংশ গ্রহণ করে খোদ্দাম বিভাগে, ৮০০ মিটার দৌড়, গুলাইল প্রতিযোগিতা, আস্তে সাইকেল চালনা এবং সাঁতার প্রতিযোগিতা, আতফালদের ৪০০ মিটার দৌড় লাফ, বিস্কুটের দৌড়, রুমালের দৌড় ও রিলে দৌড় এবং নাসেরাত বিভাগ, ২০০ মিটার দৌড়, বিস্কুট দৌড়, স্কিপিং এবং রিলে রেস ছিল। বিভিন্ন আইটেমে বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট মৌঃ মতিউর রহমান সাহেব বাদ মাগরেব প্রাইজ বিতরণ করেন। আতফাল বিভাগে ১৫ পয়েন্ট সংগ্রহ করে চ্যাম্পিয়ন লাভ করে। সভাপতির ভাষণের পর ইজতেমায়ী দোওয়ার মধ্য দিয়া বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান শেষ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মজলিসের কায়েদ ও কার্যকরী কমিটি ॥ — কায়েদ, সুন্দরবন মজলিস খোঃ আঃ

সম্পাদকীয় :

২৩শে মার্চ 'মসীহ্ মওউদ দিবসের' তাৎপর্য

বিশ্বব্যাপী ইসলামের পূর্ণপ্রচার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং অন্যান্য সকল ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে কাদিয়ানে আবির্ভূত হন 'ইমাম মাহ্দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ' রূপে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর দাবীর স্বপক্ষে তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস হতে এবং অন্যান্য সকল ধর্ম-গ্রন্থ হতে অকাট্য দলিল-প্রমাণ পেশ করেন। এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য জ্বলন্ত ঐশীনিদর্শন প্রদর্শন করেন। মোট কথা, সত্য যাচাই করার উদ্দেশ্য কুরআন-হাদিস ও সকল ধর্মগ্রন্থ ও যুক্তি সমর্থিত সকল মাপকাঠিতে সকল দিক দিয়ে অজস্র ধারায় তাঁর সত্যতার অকাট্য প্রমাণ পেশ করেছেন।

তিনি আজ থেকে প্রায় ৯৪ বৎসর পূর্ব ২৩শে মার্চ ১৮৮৯ইং (২০শে রজব ১৩০৬ হিজরী) আল্লাহ্তায়ালার আদেশক্রমে লুধিয়ানা শহরে সর্বপ্রথম বয়েত (দীক্ষা) গ্রহণের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রতিশ্রুত রুহানী বিজয় ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আহ্মদীয়া জামাতের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই দিবসটি ছিল জামাত আহ্মদীয়ার জন্ম-দিবস।

সকল জামাতে এ দিবসটি প্রতিবৎসর উদযাপনের উদ্দেশ্য হলো বয়েতের শর্তসমূহ এবং পবিত্র বাক্যাবলীর তাৎপর্যকে পুরাপুরি অনুধাবন ও কার্যকরীরূপে অনুসরণ করার শপথ ও সংকল্প গ্রহণ করা।

উল্লেখযোগ্য যে, ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ইং—যখন নাকি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ইং ঘোষিত এক অসাধারন জ্ঞান ও গুণ সম্পন্ন সংস্কারক পুত্র—মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী প্রথমে 'মেহমানপুত্র'—'বশিরে-আওয়াল' মৃত্যুবরণ করাতে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে তুমুল আপত্তির ঝড় বইছিল এবং সন্দেহ-সংশয়ের এক আঁধার ছেয়ে পড়েছিল—তখন তিনি আপত্তিকারীদের উত্তর প্রকাশ করলেন এবং সে সঙ্গে উক্ত তারিখেই 'তব্লীগ' শিরোনামে বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে ঘোষণা করলেন, যার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :

"আমি এস্থলে আর একটি পয়গামও আল্লাহ্র সৃষ্ট মানবকুলকে অসাধারনভাবে এবং আমার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে জানাইতেছি, যে, এই আমাকে (আল্লাহ্ কর্তৃক) আদেশ দান করা হইয়াছে যে সত্যান্বেষী ব্যক্তিগণ যেন সাচ্চা ঈমান এবং সত্যিকার ঈমানী পবিত্রতা ও মৌলা করীমের প্রেমের পথের সন্ধান লাভ করার জন্য এবং কলুষিত নির্জীব ও অলস এবং (দীনের প্রতি) বিদ্রোহমূলক জীবন পরিহারের উদ্দেশ্যে আমার নিকট বয়েত বা দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুতরাং যাঁরা নিজেদের অন্তরে এইরূপ শক্তি অনুভব করেন তাঁদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে তাঁরা যেন আমার দিকে ধাবিত হন, (কেননা) আমি তাঁহাদের প্রতি সহানু-

ভূতিশীল হইব এবং তাঁহাদের বোঝা লাঘব করার জন্য সচেষ্ট হইব এবং খোদাতায়ালা আমার দোওয়া এবং রুহানী তোওয়াজ্জো বা মনোযোগে তাঁদের প্রতি বরকত ও কল্যাণ বর্ষণ করিবেন। তবে শর্ত এই যে তাঁরা আল্লাহ্‌ কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী অনুসরণ করার জন্য আন্তরিকতার সহিত প্রাণপণে প্রস্তুত ও সচেষ্ট থাকিবেন। ইহা হলো রব্বানী আদেশ, যাহা আমি আপনাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিলাম। এ সম্বন্ধে আরবীতে (নাযেলকৃত) এলহাম বা ঐশীবাণী হইল এই: "এযা আযামতা ফা-তওয়াক্কাল আলাল্লাহে; ওয়াস্‌নায়েল ফুল্‌কা বে-আয়ুনেনা ওয়া ওয়াহ্‌ইয়েনা; আল্লাযীনা ইউবায়েউনুকা ইন্নামা ইউবায়েউনাল্লাহ, ইয়াদুল্লাহে ফওকা আইদীহিম।" (অর্থাৎ—যখন তুমি এই সংকল্প গ্রহণ কর, তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল হও, এবং এই নৌকাটি আমার চক্ষের সামনে এবং ওহী অনুযায়ী প্রস্তুত কর; যাহা তোমার নিকট বয়েত গ্রহণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট বয়েত গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌র হস্ত তাদের হস্তের উপর অবস্থিত।" ওয়াস সালামু আলামানেত-তাবায়াল হুদ'—সত্যানুসারীদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।)

বিনীত পয়গাম দাতা—গোলাম আহ্‌মদ (উফেয়া আনহু), ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ইং

এরপর ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং তকমীলে তবলীগ' শিরোনামে তিনি আর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলেন, যার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল: [প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত বিজ্ঞাপনে বয়েতের শর্তাবলী এবং উহার তাৎপর্য বর্ণনা করার সঙ্গেই তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র জন্মগ্রহণ করার কথা ছিল, সে পুত্র ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং তারিখে জন্ম লাভ করিয়াছে এতদ্বারা প্রতিয়মান হয় যে কার্যতঃ জামাত আহ্‌মদীয়ার ভিত্তিস্থাপন এবং উহার মহান উদ্দেশ্যাবলীর বাস্তবায়ন হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত সন্তানদের সহিত, বিশেষতঃ মুসলেহ মওউদের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, আর জড়িত ছিল বলেই তার জন্ম সম্বন্ধে হযরত খাতামাল আম্বিয়া মোহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহুঃ)-ও বলে গিয়েছিলেন যে, "মসীহ্‌ মওউদ" বিবাহ করবেন এবং তার থেকে বিশিষ্ট সন্তান তাঁকে দান করা হবে।" সেই মহান পুত্র হলেন জামাতে আহ্‌মদীয়ার দ্বিতীয় খলিফা হযরত বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ (রাঃ)

'তকমীলে তবলীগ'

"১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ইং তারিখের বিজ্ঞাপনে যে তবলিগ সম্বন্ধীয় বিষয় প্রকাশ করা হইয়াছিল উহাতে বয়েতের জন্য সত্যান্বেষীদের আহ্বান করা হইয়াছিল। উহাতে সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত শর্তাবলী সবিস্তারে নিম্নে ব্যক্ত করা হইল:

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্চনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) **আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।**

এই হইল সেই শর্তাবলী যাহা বয়েতকারীদের জন্য জরুরী এবং যেগুলির বিস্তারিত বিবরণ ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৮ইং-এর বিজ্ঞাপনে বর্ণিত হয় নাই। আর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বয়েতের জন্য এই দাওয়াত দানের আদেশ প্রায় দশ মাস পূর্বেই খোদাতায়ালার তরফ হইতে হইয়াছিল কিন্তু উহা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার কারণ ঘটিয়াছিল এই যে, যা-তা ধরনের লোক বয়েত করিয়া এই সেলসেলায় দাখিল হউক ইহা এই অধমের বিবেকে অপছন্দনীয় ও ঘৃণা বলিয়াই বোধ হইতে থাকে, বরং মনে এই আগ্রহই পোষণ করি যে, এই মোবারক সেলসেলায় ঐ সকল লোকই দাখিল হউক যাদের ফিৎরৎ বা মৌলিক স্বভাব ওফাদারী ও বিশ্বস্ততার গুণে গুণান্বিত এবং যাহারা অপক্ক, দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং সন্দিগ্ধমনা নয়। সেজন্য এমন কোন উপলক্ষের জন্য প্রতীক্ষারত থাকি, যাহা পক্ক ও অপরিক্ক, খাঁটী ও দোষী এবং মুখলেস ও মুনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেখাইয়া দেয়। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর পূর্ণ হিকমত ও রহমতের দ্বারা সেই ইপ্সিত উপলক্ষ স্বরূপ বশীর আহ্‌মদের মৃত্যুকে সাব্যস্ত করিয়া দেয় এবং এতদ্বারা তিনি খামখেয়াল, টলমল, কাঁচা ও কুধারণা পোষণকারীদেরকে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছেন এবং কেবল তারাই আমাদের সঙ্গে থাকিয়া গিয়াছে যাহাদের ফিৎরৎ বা সৎ স্বভাব আমাদের সঙ্গে থাকিবার উপযুক্ত ছিল। এবং যাহাদের স্বভাব শক্তিশালী ঈমানে প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং যাহারা ক্লান্ত-শ্রান্ত ছিল তাহারা সকলই সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছে এবং সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে পড়িয়াছে। সুতরাং সেই কারণেই এইরূপ প্রতিকূল মুহূর্তে বয়েতের আহ্বান প্রকাশ ও প্রচার করাটাই অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে, যাহাতে সন্দিগ্ধমনা লোকদের অশুভ পরিনামের তিক্ত ফল আমাদের ভোগ করিতে না হয়, এবং যাহাতে পরীক্ষা ও ইবতিলার সময়ে যাহারা এই বয়েতের দাওয়াত কবুল করিয়া এই মোবারক সেলসেলায় দাখিল হয় তারাই যেন আমাদের জামাত বলিয়া বিবেচিত ও চিহ্নিত হয় এবং তারাই আমার খাঁটী বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হয় এবং এ সকল ব্যক্তির সম্বন্ধেই খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন পূর্বক বলিয়াছেন: "আমি তাহাদিগকে তাহাদের অপরাপরদের মোকাবিলায় কিয়ামত পর্যন্ত শ্রেষ্ঠতা প্রদান করিব এবং বরকত ও রহমত সর্বাবস্থায় তাহাদের সরথী হইবে।" আরো বলা হইয়াছে: "তুমি আমার অনুমতিক্রমে এবং আমার চক্ষের সামনে এই নৌকা প্রস্তুত কর। যারা তোমার নিকট বয়েত করে তাহারা (প্রকৃতপক্ষে

আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট বয়েতকারী সাব্যস্ত হইবে ; খোদাতায়ালার হস্ত তাহাদের হস্তের উপর স্থাপিত। আরো বলিয়াছেন : "খোদাতায়ালার সমীপে নিজেদের সম্পূর্ণ সত্তা ও সকল শক্তি সহকারে উপস্থিত হও এবং নিজেদের রব্বে-করীমকে একা ছাড়িয়া দিও না। যে ব্যক্তি তাঁহাকে একা ছাড়ে তাহাকেও একা ছাড়া হইবে।"

সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার ফরমান অনুযায়ী বয়েতের জন্য সাধারণভাবে প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে এবং উল্লেখিত শর্তাবলী গ্রহণকারী ব্যক্তিদেরকে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে, তাঁহারা মসনুন ইস্তে-খারা করার পর যেন এই অধমের নিকট বয়েত গ্রহণের জন্য আসেন। খোদাতায়ালা তাহাদের সহায় হউন এবং তাঁহাদের জীবনে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করুন এবং তাঁহাদিগকে সত্যবাদিতা, পবিত্রতা ও উজ্জল চিত্ততার রুহ প্রদান করুন।

বিনীত পয়গামদাতা—

গোলাম আহ্‌মদ

কাদিয়ান, জিলা—গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব

তাং ৯ই জামাদিউল-উলা ১৩০৬হিঃ ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯

বয়েত তথা আল্লাহ্‌র আদেশে আখেরী জামানার ইমাম কর্তৃক ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠাকল্পে জামাতে আহমদীয়ার ভিত্তিস্থাপনের ঐতিহাসিক পটভূমি কিছুটা বিস্তারিতভাবে পেশ করার উদ্দেশ্য হলো এই যে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই যেন এর থেকে স্পষ্টতঃ বুঝতে পারেন যে, ইহা খোদাতায়ালার জারীকৃত ঐশীকার্যক্রম এবং তাঁরই কায়েমকৃত সেলসেলা। সকলের জন্যই ইহা গভীরভাবে এবং বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করার বিষয় ; কোন মতেই অবহেলা করার বস্তু নয়। আর যাঁরা এই মহান ঐশী সেলসেলার অন্তর্ভূক্ত, তাঁদের দায়িত্ব ও তাঁদের কাছে উক্ত বয়েতের দাবী ও প্রত্যাসা অতি পবিত্র এবং অনেক বড়। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের সকলের হাদী, হাফেজ ও নাসের হউন, আমীন।

অনুবাদ :—মোঃ **আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ**

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar